36

তারিখ 22 AUG 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

আজকের কাগজ

অভিমত

শিশুদের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রয়োজন

পল্লী এলাকায় ক্রমবর্ধমান দারিদ্য সেই সঙ্গে ভূমিহীনতা ও বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি বিপুল সংখ্যক শিশুকে শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করছে। দারিদ্র্যের কারণে সবচেয়ে বেশি পীড়িত হয় শিশুরাই এবং নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্যে শৈশবেই কর্মজীবন শুরু করতে তারা বাধ্য হয়। যে শিশুদের স্কুলে যাবার কথা দরিদ্র হবার কারণে তাদেরকেই বাধ্য হয়ে জীবিকা উপার্জনে আত্মনিয়োগ করতে হয়। বাবা-মা'র চরম দারিদ্র্যের কারণে এসব অসহায় শিশু শুধুমাত্র কিছু উচ্ছিষ্ট পাবার আশায় স্থানীয় রেস্তোরাঁয় ফুট-ফরমায়েশ খাটা, রিকশা বা ভ্যান চালানো, গো-চারণ, কুলি-চাকর অথবা দিনমজুর হিসাবে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করছে। তার ওপর শিশু শ্রমিকদের অধিকাংশই তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতা, কাজের সময়, বিশ্রাম ও খাবারের ক্ষেত্রে নিয়োগকারিদের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে।

এ ধরনের কাজে সাধারণত ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকেই লাগানো হয়। এই বয়সের শিশুরা এমন পরিবার থেকে আসে যারা জীবন ধারণের নিম্নতমস্তরেরও নিচে (Below Subsistance level) অবস্থান করে এবং নিছক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শ্রম দিতে বাধ্য হয়। এরা নিজেদের স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই বিপুল সংখ্যক শিশু কার্যকর জনশক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। কারণ আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার দরুন মৌলিক কোনো সুযোগ-সুবিধাই তারা পায় না।

কিছু কিছু তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুশ্রমের উচ্চহারের বিষয়টি স্কুল থেকে শিশুদের উচ্চহারে ঝরে পড়ার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্তহীন (চরম) দারিদ্য এবং শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে বাবা-মায়েদের উদ্বুদ্ধকরণের অভাবেই এটা ঘটে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদেরকে যেসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেগুলোর উৎপত্তি বহু উৎস থেকে। তার মধ্যে সাধারণভাবে পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থাই প্রধান। তা ছাড়া মেয়ে শিশুদেরকেও নানারকম বাধা ও সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

শিশুশ্রমের সাধারণ চিত্রটা দেশের সর্বত্র একই রকম। তবে দরিদ্রতম উত্তরাঞ্চলে চরম দারিদ্য এবং শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে চূড়ান্ত অসচেতনতা পরিস্থিতিকে আরো শোচনীয় করে তুলেছে।

এসব শিশুর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অবশ্যই তাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন এবং তাদের কাছে পৌঁছানোর সক্রিয় যোগাযোগ ও তাদের (সমস্যাবলী) আবিষ্কারের উপায়-উপকরণের উন্নয়ন সাধন করা। এ জন্যে প্রয়োজন অসচেতন জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার বাস্তবসম্মত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের শিশুদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পরিবর্তে বরং অল্প বয়সেই কাজে লাগিয়ে দিতে বেশি আগ্রহী। কারণ শিশুশ্রমের বিনিময়ে তারা তাৎক্ষণিকভাবে লাভবান হয়। অপরদিকে যেসব দরিদ্র মানুষ প্রতিদিন খুব বেশি হলে মাত্র দু' বেলা খেতে পায়, তারা মনে করে যে, শিক্ষার জন্যে অর্থ ব্যয় সৌখিনতা ছাড়া কিছু নয়। এজন্যে শিশু অধিকার রক্ষার দায়িত্ব এই দেশটিতে বসবাসকারী আমাদের প্রত্যেকের ওপরই বর্তায়।

রংপুর-দিনাজপুর পল্লী সংস্থা (আরডিআরএস) তার কাজের আওতাধীন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে একটি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুশ্রমের অশুভ দিক সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে সক্রিয় রয়েছে। এই প্রচেষ্টা আরো জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সমাজের (Community) লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে অধিকতর জোরালো কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন যাতে সমাজের লোকেরা শিশুশ্রমের ক্ষতি সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

❑ এ মিলন খান